No. of Printed Pages : **12**

MTT-002

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2017

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

***नोट : सभी** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।*

1. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए : 2x10=20

   (a) हिंदी और बांग्ला की भाषिक तथा सांस्कृतिक समानताएँ बताइए।

   (b) हिंदी और बांग्ला में शब्द-रचना संबंधी भिन्नताएँ स्पष्ट कीजिए।

   (c) हिंदी और बांग्ला में मुहावरों की प्रकृति की सोदाहरण चर्चा कीजिए।

   (d) बांग्ला में हिंदी की अपेक्षा तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इस कारण बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करते समय किस तरह की समस्याएँ पैदा होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों / शब्दों का हिंदी पर्याय लिखिए : 5

   বিবর্তন দই মেয়ে গিন্নী আবার
   মাঝে বাড়তি আলাদা মশলা কতগুলো

00213

3. निम्नलिखित हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

पुराना शाम आलस्य ठहरो कितना
यहाँ चबूतरा कहाँ सरोकार छुट्टी

4. निम्नलिखित हिंदी मुहावरों-लोकोक्तियों में से **किन्हीं पाँच** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 15

(a) घर का भेदी लंका ढाए
(b) अंधेरे में तीर चलाना
(c) आग में घी डालना
(d) काँटों पर चलना
(e) कुएँ का मेंढक
(f) कमर कसना
(g) अँगुली पर नचाना
(h) जैसी करनी वैसी भरनी
(i) ईद का चाँद होना

5. निम्नलिखित में से **किन्हीं तीन** अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद कीजिए : 3x15=45

(a) এক কৃষকের দুই ছেলে। ছেলে দুটি যেমন অলস, তেমন হাবা ও অকম্মার ধাড়ি ছিল। কৃষক বড় ছেলেকে কোনো কাজের হুকুম দিলে সে বলে, 'আমি পারব না।' ছোটকে দেখিয়ে বলত ওকে বলো। ছোট ছেলেকে বললে সেও বলত, 'আমি পারব না।' বড়কে দেখিয়ে দিত। তখন কৃষক কী আর করে। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি যে কাজ করতে বলব, তোরা দুজনাই মিলে তা করবি।' সেই থেকে কৃষক যে কাজ করতে বলে, দুই ছেলেই মিলে

তা করে। মাঝেমধ্যে উল্টাপাল্টা কাজও করে। কৃষক অবশ্য সে জন্য বিশেষ কিছু বলে না। কারণ, সে জানে ওরা দুটোই হাবা গোছের।

একদিন কৃষক বাজার থেকে একটি সুই আনতে বলল। দুই ছেলেই বাজারে গিয়ে একটি সুই কিনল। এখন এই সুই কে বহন করে নেবে, তা নিয়ে ওরা ভীষণ তর্কাতর্কি শুরু করে দিল। বড় বলল ছোটকে 'তুই নে'। ছোট বলে, 'আমি কেন নেব? তুই নে।' অবশেষে স্থির করল সুইটি দুজনেই বহন করে নেবে। কিন্তু এতটুকু সুই দুজনে কীভাবে বয়ে নেবে, তা ভেবে ভেবে দুজনাই ভারি মুশকিলে পড়ে গেল।

এদিকে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে ওদের তর্কাতর্কি শুনে কাছে এসে ব্যাপার কী জানতে চাইলেন। সব শুনে ভদ্রলোকটি বললেন, 'এ আর এমন কঠিন ব্যাপার কী? তোমরা আমার সঙ্গে চলো, এক্ষুনি এর সমাধান করে দিচ্ছি।' ভদ্রলোকটি ছিলেন খুবই চালাক-চতুর। অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন, ওরা দুজনই হাবা ও বেকুব। তিনি মনে মনে হাসতে হাসতে ওদের দুজনকে তাঁর বাড়ি নিয়ে এলেন। তাঁর বাড়িটি বাজারের কাছাকাছিই ছিল। ভদ্রলোক তাঁর বাড়ি এনে একটি কুড়াল ওদের হাতে দিয়ে বড়সড় মোটা ও লম্বা একটি কলাগাছ কাটতে বললেন।

ওরা কয়েকটি কোপ দিয়ে অত বড় মোটা ও লম্বা কলাগাছটি কেটে ফেলল। অবশ্য কলাগাছটি গোড়া থেকেই কেটেছিল। ভদ্রলোক তখন সুইটি কলাগাছটির ঠিক মাঝখানে গেঁথে ওদের বললেন,

যাও, এবার গাছটি দুজনে কাঁধে করে নিয়ে যাও। তাতে তোমাদের দুজনারই সুইটি নেওয়া হবে।

(b) স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। রেজাল্ট বেরোনোর আগে দীর্ঘ ছুটি। গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে চললাম। গাঁয়ে পা দিয়েই আমার বন্ধু ফুলুর সঙ্গে দেখা করলাম। ওকে বললাম, 'আজ রাতে তোদের পুরোনো পুকুরপাড়ে বসে জ্যোৎস্না দেখব। তুই না বলেছিলি, পূর্ণিমার রাতে আকাশ দিয়ে পরি উড়ে যায়?'

'সত্যি দেখবি, ইপু?' ফুলু তো মহা খুশি।

বললাম, 'হ্যাঁ'।

রাতে খেয়েদেয়ে পুকুরের পূবপাড়ের বুড়ো আমগাছটার গোড়ায় এসে বসলাম দুজনে। বৃষ্টির পানিতে গাছের গোড়ার মাটি ক্ষয়ে গিয়ে বড় বড় শিকড় বেরিয়ে পড়েছে। সেই শিকড়ে বসে গাছের গায়ে আরাম করে হেলান দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগলাম। কখনো পশ্চিম পাড়ের বাঁশবাগানের দিকে, কখনো পুকুরের দিকে তাকাচ্ছি। প্রচুর বদনাম ফুলুদের এই পুকুরটার। বহুকাল আগে নাকি এখানে শ্মশান ছিল,

পুকুরপাড়ে মড়া পোড়ানো হতো।

আমগাছের গোড়ায় বসেই বকবক শুরু করল ফুলু। 'জানিস ইপু, রাত নিশুতি হলে, সবাই যখন ঘুমে অচেতন , তখন অদ্ভুত সব জিনিস দেখা যায়

এখানে আর এই পুকুরটা তো একটা দৈত্য-দানবের বাসা!'

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্না যেন গলে গলে পড়ছে। মাঝে মাঝে ভুড়ুক ভুড়ুক করে বুদবুদ ওঠে পানিতে। ফুলুর ভাষায় এগুলো 'কাছিমের ভোগলা'। বড় বড় কাছিম আছে পুকুরটাতে।

(c) ঘটনার শুরু একটা বই থেকে - ছোট মোটা বোর্ডে বাঁধাই একটা বই - *বোমং পরিবারের ইতিবৃত্ত* - এই বইটা আমার বড় চাচ্চু কলকাতায় গিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনেছিলেন। তারপর অন্য অনেক কিছুর মতোই বড়োচ্চু বইটার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, অনেক দিন বৈঠকখানার শেলফেই পড়ে ছিল অবহেলায়। হঠাৎ কিছুদিন আগে ঈদের ছুটিতে বড়োচ্চু কী মনে করে আবার ওই বই পড়তে শুরু করেন এবং বইটা পড়া শেষ করেই বাবা ও আমাদের দুই বোনকে ডেকে ঘোষণা করলেন তিনি ধবলগিরি যাবেন।

ধবলগিরি কী? বাবা, আমি-জারা-আর সারা-আমার ছোট বোন-মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

বড়োচ্চু মুচকি হেসে বললেন, 'তোমরা তো দেশের কোনো কিছুর খোঁজখবর রাখো না, ধবলগিরি হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা পর্বতশ্রেণির নাম, এই যে এই বইটা, এতে সব ইনফরমেশন আছে, দয়া করে

পড়ে নিয়ো, বলে *বোমং পরিবারের ইতিবৃত্ত* বইটা বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে। 'আগামী শুক্রবারেই রওনা হচ্ছি আমরা !' বলে উঠে পড়লেন বড়োচ্চু।

বইটা প্রথমে হাতে নিলেন বাবা, পরে আমরা : *বোমং পরিবারের ইতিবৃত্ত*, বের হয়েছিল ১৯২৩ সালে, তবে আমাদের হাতের বইটা ওই বইয়ের মূল কপি না, ফোটোকপি, বইয়ের মতো করে বাঁধাই করা অবিকল। প্রথম পাতায় লেখক হিসেবে নাম আছে এক চাকমারাজের : সাং প্রো চাকমা। পৃষ্ঠাসংখ্যা সাকল্যে ৪০-এর মতো হবে। বই ঘেঁটে সাং প্রো সম্বন্ধে যা জানা যাচ্ছে, তা হলো ছেলেবেলায় তিনি মিশনারি স্কুল ও পরে ত্রিপুরা গিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে নিজের এলাকায় ফিরে এসে পাহাড়ের বিরাট এক এলাকা জুড়ে ঔপনিবেশিক আমলের প্ল্যান্টেশন কায়দায় চাষাবাদের কাজ শুরু করেন। বইয়ের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে তাঁর পারিবারিক ইতিহাস, আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্ণনা। এই পর্বে - বইয়ের শেষ দিকের কিছু পৃষ্ঠায় - বড়োচ্চু আমাদের জন্য হাইলাইটার দিয়ে আগেই দাগিয়ে দিয়েছেন, অবশ্যপাঠ্য হিসেবে - তা পড়ে যা বুঝলাম, সংক্ষেপে যদি বলি : সাং প্রো তাঁর বইয়ে পার্বত্য এলাকার একটা বিশেষ পর্বতের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে এক প্রাকৃতিক গুহার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনামতে, এটা সাধারণ কোনো গুহা নয়।

(d) ধরি, আমরা একটি ক্লাসরুমে বসেছি। বিশ-পঁচিশজন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। ভালো করে তাকাই সবার দিকে। দেখতে প্রত্যেকেই যেন একটু আলাদা আলাদা। কেউ একটু বেশি লম্বা, কেউ মাঝারি, কেউবা সামান্য বেঁটে। কারও গায়ের রং ফরসা, কেউ শ্যামবর্ণ, কেউ বা কালো। কারও নাক খাড়া, কারও অতটা নয়। মাথার চুল কারও সোজা, কারও অল্প বা বেশি কোঁকড়ানো।

এখন যদি আফ্রিকার কোনো স্কুলে যাই এমন বিচিত্র রূপ দেখব না। লম্বায় ওরা সবাই উনিশ-বিশ। গড়ন লম্বাটে আর বেশ শক্ত-সামর্থ্য। গায়ের রং কালো, চুল বেশ কোঁকড়ানো। নাক-ঠোঁট মোটা। এদের আলাদা করেই চেনা যায়। আফ্রিকা থেকে এবার যেতে পারি চীন, জাপান বা কোরিয়ায়। বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর গড়ন মাঝারি। হলদেটে গায়ের রং। গোলগাল মুখ। ছোট ছোট চোখ। মাথার চুল সোজা। আলাদা নয় বলে এদেরও এক দৃষ্টিতে চেনা যায়। আবার যদি ইংল্যান্ডের স্কুলে যাই, সব ছাত্রছাত্রীই ইংরেজ। বেশির ভাগের গায়ের রং ফরসা। আকারে লম্বা বা মাঝারি-লম্বা। খাড়া নাক। পাতলা ঠোঁট। কালো, লালচে বা সোনালি চুল। তেমন কোঁকড়া নয়। বেশির ভাগই সোজা। এদেরও চিনতে অসুবিধা হয় না। যাদের চট করে চেনা যায় তারা একটি নির্দিষ্ট রক্তধারার মানুষ, যেমন আফ্রিকার

মানুষদের বলা হয় 'নিগ্রোয়েড' রক্তধারার। চীন, জাপান, কোরিয়ানরা 'মঙ্গোলয়েড' রক্তধারার আর 'ককেশীয় রক্তধারার হচ্ছে ইংল্যান্ড। এককথায় ইউরোপের মানুষ।

তাহলেই এ বাংলার মানুষ আমরা কোন পরিবারে পড়লাম? এই যে গায়ের রঙে, আকারে, চুলে আমাদের এত ভিন্নতা তাতে করে কোনো পরিবারের সঙ্গে মিলবে না। কারণ, যুগ যুগ ধরে আমাদের মধ্যে নানা রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, এই বাংলার আদি মানুষ কে বা কারা? কীভাবেই বা যুগে যুগে এত জাতির রক্ত মিশেছে আমাদের পূর্বপুরুষের গায়ে? এর উত্তর জানতে পারাটা খুব সহজ নয়। কারণ, সুদূর প্রাচীনকালের কথা জানার মতো বইপত্র আমাদের কাছে নেই। লেখাও হয়নি।

(e) মাথার মাথার ওপর গনগন করছে ভয়ংকর সূর্য। যতদূর চোখ যায় শুধু উত্তাল জলরাশি। দূর-দূরান্তে কোনো ভূখণ্ডের লেশমাত্র চোখে পড়ে না। বিশাল মহাসাগরের মধ্যে একেবারেই সমুদ্রের হাতের খেলনা হয়ে ভাসছে একটা ভেলা!

নৃশংস রোদের হাত থেকে বাঁচার অবলম্বন এক চিলতে পালের ছায়া। দুপুরের খাওয়া শেষ করে বাকি সবাই সেই ছায়াতে গুটি মেরে বসেছেন। ন্যুট হগল্যান্ডের খাওয়া শেষ হতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি সমুদ্রের জলে হাত ধুয়ে বাঁশের কেবিন বা পালের ছায়ায় গিয়ে বসবেন। অবশিষ্ট খাবারটা সমুদ্রে ছুড়ে দিয়ে ভারসাম্য সামলে ভেলার কিনারে এলেন। হাত ধোবেন বলে নিচু হয়েছেন। অমনি চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল হিমালয় পর্বত !

হগল্যান্ডের চিৎকারে বাকি পাঁচজন ফিরে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন ভেলার পাশেই ভেসে উঠেছে দুনিয়ার বৃহত্তম প্রাণী-তিমি।

একবার কল্পনা করে দেখো দৃশ্যটা-প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক মাঝে একটা কাঠের তৈরি ভেলায় ভাসছেন ছয়জন মানুষ; খাবার-সংকট, রোদের জ্বালা এবং তার মাঝেই ভেসে উঠেছে ভয়ংকর-দর্শন এক তিমি মাছ। এ যেন রুদ্ধশ্বাস, অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্রকেও হার মানানো দৃশ্য।

না, মোটেও এটা, 'লাইফ অব পাই'-এর মতো কোনো সিনেমার গল্প নয়। কিংবা রোজ দেখা 'ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড' ধারাবাহিকের জন্য নিরাপদে তৈরি করা কোনো অভিযানের গল্প নয়। এ ছিল সত্যিকারের এক ভুবনজয়ী অভিযান 'কন-টিকি ভয়েজ'-এর গল্প।

হ্যাঁ কন-টিকি অভিযাত্রা।

শুধু নামটা বললে কিছু বোঝা যায় না। ১৯৪৭ সালে এই অভিযাত্রা দিয়ে বিজ্ঞানের দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলেছিলেন থর হেয়ারডাল নামের এক খ্যাপাটে জীববিজ্ঞানী। এই অভিযান দিয়ে মানুষের স্বপ্ন ও

সামর্থ্যকে নতুন করে প্রমাণ করেছিলেন থর হেয়ারডাল। বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রমাণের জন্য আয়োজিত হলেও ১০১ দিনে সামান্য কাঠের ভেলায় করে প্রশান্ত মহাসাগরে ৪ হাজার ৩০০ নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিয়ে থর হেয়ারডাল হয়ে উঠেছিলেন গণমানুষের নায়ক, বিজ্ঞানের নায়ক।

আজ এসো, হেয়ারডাল নামের এই মহান বিজ্ঞানী, অভিযাত্রী ও লেখকের অভিযানটা একবার ফিরে দেখা যাক।

হেয়ারডাল মানুষটা ছোটবেলা থেকেই একটু খ্যাপাটে ছিলেন। নইলে নিজের বাড়িতে এই তোমাদের বয়সে কেউ সাপ-ব্যাঙ নিয়ে চিড়িয়াখানা বানায় !

6. निम्नलिखित में से **किसी एक** अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(a) कच्ची ईंटों का बना एक पुराना घर। घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते हैं। दोनों मिलकर मुझे अपने जीवन की बीती घटनाएँ सुनाते हैं। बीच-बीच में छत से एकाध तिनका नीचे गिर आता है। बूढ़ा बुढ़िया की बात काटता है कि उसे वह घटना ठीक से याद नहीं है। बूढ़िया बुढ़े पर झुँझलाती है कि वह क्यों उसे बार-बार बीच में टोक देता है। जब उनमें से एक की बात लम्बी होने लगती है, तो दूसरे को ऊँघ आ जाती है। हवा हल्के से किवाड़ खोल देती है। बाहर आग जल रही है। उसके पास बैठे कुछ व्यक्ति ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और क़समें खा रहे हैं।

क्षण-भर के लिए उनकी आवाज़ें रुकती हैं, तो जंगल में दूर तक घास के सरसराने की आवाज़ सुनाई दे जाती है। तभी हवा किवाड़ बंद कर जाती है। मेरा मन जंगल से लौटकर फिर उस घर के अतीत में भटकने लगता है।..... जब कभी मैं यात्रा पर निकलने की बात सोचता हूँ तो ये और ऐसे कई-कई चित्र अनायास मन में उभरने लगते हैं। संभव है कि ये बहुत पहले पढ़ी यात्रा-पुस्तकों के किन्हीं ऐसे अंशों की छाप हो जिन्हें वैसे मैं भूल चुका हूँ। पर सोचता हूँ कि अपने अंदर से बार-बार ऐसे चित्रों को खोज लाना, मन की यह भटकन क्या है? एक बार किसी ने इसे नाम दिया था - वांडर लस्ट। यह मेरी अपनी सीमा है कि मुझे चाहकर भी इसके लिए हिंदी का शब्द नहीं मिल रहा।

(b) रामू हमारी गली का एक कुत्ता था। बहुत दिनों तक तो मैं उसे पहचानता भी नहीं था। जब उससे पहचान और फिर दोस्ती हुई तो उसे रामू कहकर बुलाने लगा। उससे जिस दिन पहचान हुई उस दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जितने भी कपड़े मेरे पास थे मैंने सब पहन लिए थे एक पायजामे के ऊपर दूसरा पायजामा उस पर तीसरा पायजामा। फिर भी ठंड से टाँगें काँप रही थीं। बहुत हिम्मत कर रजाई से बाहर निकला था। मुँह से लगातार भाप निकल रही थी। गली से सटा हुआ ही मेरा दफ्तर था। एक बँगले के पिछवाड़े में। दफ्तर क्या था, एक छोटा-सा कमरा था और उसके बगल में दो छोटी-सी कोठरियाँ थीं। सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक मुझे

काम करना पड़ता था। उस दिन नौ बजे जब मैं दफ्तर पहुँचा तो देखता हूँ कि बगल की कोठरी में एक कुत्ता दुबका पड़ा है। उसके पेट पर चार-पाँच इंच गहरा जख्म है जिसमें से कुछ लाल-लाल-सा दिखाई पड़ रहा है - शायद आँतड़ियाँ हों। देखकर लगा कि कुत्ता थोड़ी देर में मर जाएगा। दुबले-पतले, मरियल बादामी रंग के इस कुत्ते को देखकर आँखें फेर लेने की इच्छा हुई। दफ्तर से एकदम भाग जाने का मन हुआ। क्या किया जाए? मारकर भगाने-जैसी बेरहमी की बात मन में आई। पर फिर लगा यह तो बहुत ज्यादती होगी। राक्षसों-जैसी निर्दयता हो जाएगी। मैंने जाकर दफ्तर के मैनेजर को बताया तो वह बोला, ''पड़े रहने दो, मर जाएगा तब देखा जाएगा।'' उस दिन दफ्तर में काम ज्यादा नहीं था और मुझे छूट थी कि अगर पास में काम न हो तो पहले भी जा सकता हूँ। शायद बगल की कोठरी में मरते हुए कुत्ते से भागने के ख्याल से ही मैं दस बजे ही दफ्तर से निकल गया।

दूसरे दिन सुबह नौ बजे जब दफ्तर पहुँचा तो मैंने सोच रखा था कि कुत्ता मर गया होगा और मैनेजर ने कमेटी वालों को फोन कर उसे हटवा दिया होगा। लेकिन कुत्ता उसी कोठरी में था और जाड़े में दुबका पड़ा धीरे-धीरे साँस ले रहा था।